

■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৩২০

পর্ব-১০: আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالٰي)

পরিচ্ছেদঃ ১. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - তাসবীহ (সুবহা-নাল্ল-হ), তাহমীদ (আল হাম্দুলিল্লা-হ), তাহলীল (লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ) ও তাকবীর (আল্ল-হু আকবার)- বলার সাওয়াব

আরবী

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاء أيسرها الْهم»

বাংলা

২৩২০-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ''লা- হাওলা ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ'' হলো নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ, তন্মধ্যে সহজটা হলো চিন্তা।[1]

ফুটনোট

[1] য'ঈফ: মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৫০২৮, মুসতাদারাক লিল হাকিম ১৯৯০, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১৯১, য'ঈফ আত্ তারগীব ৯৭০, য'ঈফ আল জামি' ৬২৮৬। কারণ এর সানাদে বিশর ইবনু রাফি' একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (مِنْ تِسْفَةٍ وَتِسْفِين) অর্থাৎ- এ সংখ্যা নির্দিষ্ট করার কৌশল আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া কেউ জানে না। ইমাম শাওকানী বলেন, এর বাহ্যিক দিক হল, নিশ্চয়ই এ জিকিরে উল্লেখিত সংখ্যার আরোগ্যদানকারী এ সংখ্যার প্রয়োগ আধিক্যতার উপরও হতে পারে। যেমন, আল্লাহ সূরা আল হা-ক্কাহ এর ৩২ নং আয়াতে বলেন, (نرعها) সুতরাং তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী থেকে উদ্দেশ্য হবে নিশ্চয়ই ঐ বাণী পাঠ সকল রোগ ও ক্রটি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায়। আর সে ক্রটিগুলোর মাঝে একান্ত স্বাভাবিক চিন্তা দূর হওয়া।

(دُاءً) অর্থাৎ- গোপনীয় রোগের ঔষধ যেমন, দম্ভ, অহংকার, গোপনীয় শিরক, প্রবৃত্তির আনুগত্য অথবা বিষয়টি



এর চাইতেও ব্যাপক এবং তা স্পষ্ট। কারী বলেন, অর্থাৎ- ইহকালীন ও পরকালীন রোগসমূহকে আরোগ্যদানকারী।

(اَهُمُّ) দীন ও দুনিয়ার সাথে সম্পঁক রাখে এমন চিন্তা বা যা দুনিয়ার জীবন-যাপন ও পরকালের দিকে প্রত্যাবর্তনের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন। মানাবী বলেন, এটা এ কারণে যে, বান্দা যখন কোন কিছুর উপকরণসমূহ থেকে মুক্ত থাকবে তখন তার বক্ষ প্রশস্ত হবে এবং ঐ ব্যাপারে তার চিন্তা দূর হবে তার মাঝে শক্তি সাহায্য আসবে এবং গোপনীয় রোগ-ব্যাধির ব্যাপারে তার মন হালকা হবে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন